R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

বন্যা গ্রাস করেছে মহকুমার গ্রামের পর গ্রাম, ধুলিয়ান জলের তলায়, গঙ্গায় জল আরও বাড়বে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ-১ ও সাগরদীঘি ছাড়া সব ব্লকই বন্যার কবলে। একের পর এক গ্রাম গ্রাস করে চলেছে। প্রায় সর্বত্র জলস্তর বেড়ে চলেছে। গত ২৭ আগষ্ট ধুলিয়ান শহরে বেলা ১১ টায় ঘোষপাড়া মোড়ের কাছে ৭৮ মিটার লম্বা কংক্রিকের রাস্তা বসে গিয়ে হু হু করে জল ঢোকে। ফলে শহরের জৈন কলোনীতে জলস্তর বেড়ে যায়। ঘোষেদের ৭/৮টি বাড়ী জলের তোড়ে ধুলিসাৎ হয়েছে। তবে জরুরী ভিত্তিতে গঙ্গা এ্যান্টি ইরোসন, বিভিন্ন ঠিকাদার ও পৌরসভার তৎপরতায় জল বেশী টুকতে পারেনি। সমসেরগঞ্জ থানা, পৌরসভা, সব স্কুল, সিনেমা হল, ষ্টেশন—গোটা শহরই জলের তলায়। দুর্গত মানুষদের স্থানীয় স্কুলগুলিতে ও জমিদার বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। শহরের সর্বত্র ৪—৫ ফুট করে জল। পুরসভার ভিতরে জল ঢুকে যাওয়ায় সে অফিস বর্তমানে শহীদ নলিনী ভ্রাতৃ সঙ্ঘের ক্লাব ঘরে। ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত খবর জল সমানে বাড়ছে। ৪নং ওয়ার্ডের গুঁড়িপাড়ায় এবং ৫নং ওয়ার্ডের মহলদারপাড়ায় গঙ্গা এ্যান্টি ইরোসন থেকে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। ৩নং ওয়ার্ডের নবাবউদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ীর কাছে যে বাঁধ দেওয়া হয় তা উপচে জল ঢুকে পড়ায় ৩১ আগষ্ট সকালে বেশ কয়েকটি বাড়ী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ব্যাপকভাবে জল বাড়ায় গুঁড়িপাড়া বাঁধ উপচে জল শহরে ঢুকছে। পুরাতন ডাকবাংলো ও বিডিও অফিসের চারধারে জল। ধুলিয়ানের প্রবীণ ব্যক্তিদের মতে ১৯৭১ সালের (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

ডাক্তারদের মধ্যে দোষারোপ ও নিয়ম-বেনিয়মই তাঁদের গণশত্রু থেকে গণবন্ধু হওয়ার প্রধান অন্তরায়

বিশেষ প্রতিবেদক : অবশেষে সম্বিত ফিরছে ডাক্তারদের। গণশত্রু থেকে কিভাবে গণবন্ধু হতে পারেন এবং তাঁদের তরফের দোষত্রুটি খুঁজতে হন্যে হয়ে ঘুরছেন কমবেশী মহকুমা হাসপাতালের সব ডাক্তারই। কারণ গত ২৪ আগষ্ট এক গৃহবধূর অকালমৃত্যুজনিত গণরোষের শিকারের পর ডাক্তাররা আমজনতার সহানুভূতি তো পানইনি, বরং পুলিশ, প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের গতানুগতিক প্রতিশ্রুতি, আশ্বাসবাণী ও দুঃখ প্রকাশ তাঁদের বেশ চিন্তায় ফেলেছে। ফলতঃ হাসপাতালের পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রাখতে সব ডাক্তারই ঘটনার পরদিন থেকে হাসপাতালে হাজির। এক সপ্তাহ প্রতিবাদস্বরূপ প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ রাখার পর নিজেরাই (কোন কোন ডাক্তারের মতে বহিরাগত গ্রাম্য অসুস্থ মানুষদের কষ্ট লাঘব করতে) চেম্বার সাজিয়ে বসেছেন। গত ২৭ আগষ্ট সন্ধ্যেয় মহকুমা হাসপাতালের ডক্টরস্ রুমে স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের কাছে ডাক্তাররা যা বললেন তার মূল কথা হাসপাতালে ওষুধপত্রসহ বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহে অপ্রতুলতা ও প্রশাসনিক গাফিলতিই তাঁদের সুচিকিৎসার পথে প্রধান বাধা। এ ব্যাপারে তাঁরা হাসপাতালের সুপারসহ পুরপতি, বিধায়ক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে গত ২২ আগষ্টের এক সভায় অবহিত করেন। তামাম রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ ও বিভিন্ন নিয়ম-বেনিয়মও যে সুচিকিৎসার প্রধান অন্তরায় সেটা আলোচনা প্রসঙ্গে বার বার প্রকাশ পায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুজোর আগে মহকুমা থেকে বন্যার জল সরার আশা কম

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর মহকুমার বন্যা-কবলিত এলাকা থেকে পুজোর আগে জল সরার কোন লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। প্রশাসন সূত্রে খবর ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে জল সমানে ছাড়া হবে। আবহাওয়া দফতর প্রশাসনকে জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলায় এখন গড়ে ৬৫ মি লি বৃষ্টি (শেষ পৃঃ)

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে কমিশনারের মৃত্যু

ধুলিয়ান : গত ১ সেপ্টেম্বর বিকেলে স্থানীয় পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের সিপিএমের কমিশনার আফতার হোসেন (গামা) বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মারা যান। ঐ জলবন্দী ওয়ার্ডে এক ব্যক্তির বাড়ীতে হুকিং প্রতিরোধ করতে গিয়েই তাঁর এই পরিণতি বলে জানা যায়।

বন্যাকবলিত এলাকায় এলেন দুই মন্ত্রী

রঘুনাথগঞ্জ : ২ সেপ্টেম্বর ত্রাণমন্ত্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ও জেলার মন্ত্রী আনিসুর রহমান জঙ্গীপুর মহকুমার বন্যাকবলিত এলাকাগুলি মহকুমা প্রশাসনকে নিয়ে ঘুরে দেখেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলও মুর্শিদাবাদের ক্ষয়-ক্ষতি দেখতে আসছেন বলে জানা যায়।

এখন পর্যন্ত মহকুমায় ত্রাণ এসেছে

বিশেষ সংবাদদাতা : ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খবর—জেলা শাসক জঙ্গিপুরের বন্যা-কবলিত এলাকার বিডিওদের কাছে সরাসরি মোট ৩৯ মেট্রিক টন চাল পাঠিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত বিলি হয়েছে ১৮ মেট্রিক টন গম, ২০ মেট্রিক টন চাল ও ১৬০০ (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ চিকিৎসায় মানবতা ॥

আমাদের পত্রিকার ৯ই ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, গত ২২ আগষ্ট স্থানীয় 'পার্কিভিষ্ট' নার্সিংহোমে জঙ্গিপুর স্কুলের শিক্ষক শ্রীপ্রদ্যোৎ ঘোষের স্ত্রী অমিতা ঘোষের এ্যাপেনডিক্স অপারেশনের সময় অ্যানাসথেসিষ্টের অনভিজ্ঞতার কারণে রোগিণীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়। ডাঃ তাপস ঘোষ এই অপারেশন করেন। গুরুতর অবস্থায় রোগিণীকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখান হইতে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। পথেই গত ২৩ আগষ্ট রোগিণীর মৃত্যু হয়। ইহার পর ২৪ আগষ্ট মৃতদেহ সৎকারের পর কিছু যুবক মহকুমা হাসপাতালে চড়াও হইলে এসডিএমও ডাঃ মাইনুল হক এবং ডাঃ গোপাল কেশরী লাঞ্ছিত হন। পরবর্তী সময়ে ডাঃ যজ্ঞেশ্বর মুখার্জী, ডাঃ ডি এন হালদার এবং ডাঃ সোমেশ ব্যানার্জীর চেম্বারে যুবকেরা ভাঙচুর করে।

প্রধান অভিযোগ ছিল ডাঃ তাপস ঘোষ ও অ্যানাসথেসিষ্ট ডাঃ প্রবীর সাহার বিরুদ্ধে। কারণ দেখান হয় যে, ইঁহাদের জন্যই রোগীণীর মৃত্যু হইয়াছিল। এই দুইজনকে অভিযোগকারীরা পান নাই। এসডিএমও জানান যে, তাঁহারা অনুপস্থিত। যে ডাক্তারদের চেম্বার ভাঙচুর করা হয় তাঁহারা সুপারের কাছে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটির আবেদন করিয়াছিলেন। আবেদন মঞ্জুর হয় নাই বলিয়া জানা যায়। এসডিএমও-র নিকট হইতে আরও জানা যায় যে, ডাঃ ডি এন সান্যাল সুপারকে না জানাইয়া তাঁহার দায়িত্ব ডাঃ হালদারকে দিয়া 'ষ্টেশন লিভ' করেন। ফলে গত ২৪ আগষ্ট ওয়ার্ডে ও এমারজেন্সিতে ডাক্তারের ব্যবস্থা করিতে সুপারকে হিমসিম খাইতে হয়। যাঁহাদের হাতে ডাক্তারেরা লাঞ্ছিত হন ও যাঁহারা চেম্বার ভাঙচুর করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা পরে জানা যাইবে। কিন্তু ডাক্তারেরা চেম্বারে রোগী দেখা বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতি অকল্পনীয়। চেম্বারে রোগী দেখা বন্ধ হওয়ায় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের রোগীদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়। এমনিতেই রঘুনাথগঞ্জ শহরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, এমন ডাক্তার সংখ্যায় অতি নগণ্য। যে দুইজন আছেন, তাঁহারাও অসুস্থতার কারণে কাজে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন না। হঠাৎ করিয়া কেহ চরম অসুস্থ হইলে 'কল্' দিয়া প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারকে পাওয়া যায় না। রাত্রিকালের সমস্যা আরও তীব্র। এখানকার চেম্বারগতপ্রাণ হাসপাতাল-ডাক্তারদের সহায়তালাভ মরীচিকার পিছনে জলের জন্য যাওয়ার মত। কোনও কোনও ডাক্তার রাত্রি ১০ টার পূর্বে নাকি বাহিরের 'কল্'-এ যাইতে পারেন না। রোগীঠাসা চেম্বার সকলের কাছে প্রীতিকর। যে সমাজসেবা ডাক্তারদের মূল ব্রত, তাহা কতখানি রক্ষিত হয়, সহজেই অনুমেয়। হাসপাতালেও যে সুচিকিৎসা হয়, তাহা বলা যায় না। একটু বেশী অসুস্থ রোগীকে বহরমপুর পাঠাইয়া দিয়া কর্তব্য সম্পাদন করা হয়। যে চিকিৎসা এখানে চলিত, তাহা পাইতে বেশী খরচ করিয়া বহরমপুর যাইতে হইতেছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিষেবা আজ কতটা মানবিক দিক রক্ষা করিতেছে, বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

এই রঘুনাথগঞ্জ শহরে বেশ কয়েকটি নার্সিং হোম বর্তমানে হইয়াছে। চেম্বারে আসা অনেক রোগীকে বিশেষত যাহাদের দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন, নার্সিং হোম-এ ভর্তি হইবার পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে। কারণস্বরূপ বলা হয়, হাসপাতাল অপেক্ষা নার্সিং হোম-এ চিকিৎসা ও পরিচর্যাদি ভাল-ভাবে হয়। রোগীকে বেশী টাকা খরচ করিয়া প্রাণের দায়ে ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ শুনিতে হয়। এমনও শুনা গিয়াছে যে, যেসব ডাক্তার 'নন্‌প্র্যাকটিসিং এলাউন্স' পান, তাঁহারা নার্সিং হোম-এ গিয়া ভালই কামাইবার ব্যবস্থা করেন।

এমতাবস্থায় হাসপাতাল-পরিষেবা আজ গৌণ হইয়া পড়িতেছে। চেম্বারের প্রতি ডাক্তারদের আকর্ষণ দিনের দিন বাড়িয়া যাইতেছে। রোগজনিত অসহায়তার দরুণ মানুষ যখন একটু চিকিৎসা পাইবার জন্য উন্মুখ, তখন লক্ষ্মীদেবীর সাধনায় চিকিৎসকদের চরম সুখ। রাজনৈতিক দলের তহবিলে ভাল প্রাপ্তি ঘটে বলিয়াও শুনা যায়। সাধারণ মানুষ 'নলখাগড়া'-র সামিল।

জল আরও বাড়বে (১ম পৃষ্ঠার পর)

তুলনায়ও এবার বন্যার তীব্রতা বেশী। এছাড়া সাত দিনে সেবার জল নেমে গিয়েছিল। এবার বন্যার গতি দিনের দিন বেড়ে চলেছে। এ্যান্টি ইরোসনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে বাঁধের কাজ চললেও তাতে কতটুকু কাজ হবে বলা যাচ্ছে না। গত ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণে কুড়ি লক্ষ টাকা মত ব্যয় হয়েছে। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকেও জল বাড়ছে। সেখানকার গিরিয়া অঞ্চলের সোনারপাড়া, পাতলাটোলা, মোমিনটোলা, ভৈরবটোলা গ্রামগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এছাড়া সেকেন্দ্রা, মিঠিপুর, লালখাঁনদিয়ারে জল বাড়ছে। এলাকার সব জলকূপ জলের তলায়। উঁচু জায়গায় কিছু টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। তার মধ্যে পাতলাটোলায় ২টি, সোনারপাড়ায় ২টি, ভৈরবটোলায় ২টি, মোমিনটোলায় ১টি ও লবণচোয়ায় ১টি কল বসানো হয়েছে। ব্লক থেকে ত্রিপল, চিড়ে, গুড় ও টিউবওয়েলের পাইপ পাঠানো হয়েছে। পদ্মার জলে গিরিয়া অঞ্চলের প্রায় ১০০টি ঘর জলের তলায়, প্রচুর মানুষ ঘরছাড়া, লবণচোয়ায় রজনীসঙ্ঘ পাঠাগারে কিছু পরিবারকে রাখা হয়েছে। মাঠের পর মাঠ ফসলসমেত কৃষি-জমি জলের তলায়। গ্রামের মানুষ চড়া ভাড়া দিয়ে নৌকায় বাঁধের ধারে এসে তবে শহরে আসছেন। এ পর্যন্ত লালখাঁনদিয়াড়ের চিরঞ্জিৎ মণ্ডল (৭) ছাড়া মিঠিপুরের ননীবালা চৌধুরী (৪২) ও চাঁদু হালদার (৪০) জলে ডুবেও ডাইরিয়ায় মারা গেছেন। বানভাসি মানুষদের খাবারের থেকে খোলা আকাশের নীচে ত্রিপলের চাহিদাই বেশী। সুতী ১নং ব্লকের সাদিকপুর ও নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত। ২৭ আগষ্ট পর্যন্ত পাঁচ হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ খবর দেন সুতী ১নং ব্লক সভাপতি অমিত দাস। সাপের কামড়ে নুরপুর অঞ্চলের বাহাদুরপুর গ্রামের ২ জন ও জলে ডুবে ১ জন মারা গেছেন। ঐ ব্লকের প্রায় ১৫টি গ্রামের মানুষ বন্যা কবলিত। ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ফরাক্কায় গঙ্গার জল চরম বিপদসীমার ২ মিটার উপর দিয়ে বইছে। গত ১ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের সভাপতি জহর সরকার ভয়াবহ বন্যার বিবরণ দিতে গিয়ে জানান, আগামী ৫/৬ দিনে ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়তে শুরু করায় গঙ্গার জলস্তর আরও বাড়বে বলে মহকুমা শাসক মনীষ রায়ের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। সেই মতো রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২ ব্লকের গঙ্গা তীরবর্তী মানুষদের সরে যাবার জন্য আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। রঘুঃ-২ ব্লকে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ জলবন্দী। দশটি পঞ্চায়েতের মধ্যে কেবল লক্ষ্মীজোলা ও কাশিয়াডাঙ্গা ছাড়া সব অঞ্চল বন্যা কবলিত। রামকৃষ্ণ মিশন ও লায়ন্স ক্লাব যথাসাধ্য ত্রাণকার্যে নামছেন। বহু গবাদি পশু ভেসে গেছে, চরের ফসল নষ্ট হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঐ ব্লক সরকারী ত্রাণ বলতে পেয়েছে ২০০ তারপলিন, ১০ কুই: চিড়া, ১১ টিন গুড়, (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাড়ালার দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরই স্বাস্থ্যহীন অবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাড়ালার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পশু চিকিৎসালয়—দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা নিয়ে সরব হলেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বার বার অভিযোগ জানানো সত্বেও কোন কাজ না হওয়ায় ডি ওয়াই এফ আই-এর নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা গণডেপুটেশন ও পরে কর্মী অবরোধের কর্মসূচী শীঘ্র নিতে চলেছেন বলে জানা যায়। ২২টি গ্রামের কেন্দ্রবিন্দু একসময়ে সুনামের অধিকারী এই বাড়ালা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির সরকারী খাতায় কলমে আজ অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিরই চিকিৎসার দরকার বলে জানা যায়। এখানকার ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারী মিলে মোট সংখ্যা প্রায় নয় জন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষ যেকোন দিন সরেজমিন তদন্তে এলে সর্বসাকুল্যে তিনজনের বেশী কর্মীকে পাবেন না। সেইসঙ্গে ওষুধপত্রের সরবরাহ অপ্রতুল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পাশেই আছে পরিবার কল্যাণ বিভাগ। ঐ বিভাগের কাজ সম্পর্কে কিন্তু গ্রামবাসীরা সন্তুষ্ট। অন্যদিকে বাড়ালা পশু চিকিৎসালয়ের অধীনে মণ্ডলপুর ও কুড়োলী গ্রামে দুটি শাখা আছে। গত তিন বছর হল চিকিৎসালয়টির দায়িত্বে আসেন ডাঃ তরুণ ঘোরাই। চিকিৎসাকেন্দ্রটি খোলার কোনও নিয়মকানুন ছিল না। গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে মহকুমা অফিসকে জানিয়েও কোন কাজ না হলে বহরমপুরে ডিরেক্টরের কাছে অভিযোগ জানানোর পরদিনই মহকুমা কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের সঙ্গে সমস্যা সমাধানে আলোচনায় বসলে অবস্থার উন্নতি হয় বলে জানা যায়।

পুজোর আগে বন্যার জল (১ম পৃষ্ঠার পর)

হবার সম্ভাবনা। এছাড়া জল যা ঢুকছে সেটা বেড়িয়ে যাবার কোন রাস্তা নেই। গঙ্গা ও পদ্মা দুটোই ভর্তি হয়ে গেছে। এ সব কারণে প্রশাসন বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন।

মহকুমায় ত্রাণ এসেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ত্রিপল। ধুলিয়ান শহরের জন্য এসডিও ৫০ কেজি গুঁড়ো দুধ পাঠিয়েছেন। এছাড়া ৩৬ কুইঃ চিড়ে ও ২১ টিন গুড় বিডিওদের মাধ্যমে বিলি করা হয়েছে।

বন্যা গ্রাস করেছে (২য় পৃষ্ঠার পর)

গম ৩০ কুইঃ ও চাল ১২০ কুইঃ। চর এলাকায় পৌঁছাতে ফৌজি সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন প্রশাসন। সেখানে এখন স্পীড বোট ছাড়া যাওয়া সম্ভব নয়। শেষ খবরে জানা যায় জলবন্দী মানুষদের উদ্ধারের জন্য ফরাক্কা ব্লকে ২টি স্পীড বোট দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্লকে নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতী-২ ব্লকের মহেশাইল-২ এর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। সেখানে ২৮টি গ্রাম জলের নীচে। এছাড়া বাজিতপুরের চন্দ্রপাড়া, অরঙ্গাবাদ-১ এর ফকিরপাড়া এলাকাও বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ডাক্তারদের মধ্যে দোষারোপ (১ম পৃষ্ঠার পর)

আলোচনাকালে ডাক্তাররা এখন থেকে সময়মতো হাসপাতালের বহির্বিভাগে হাজিরা দিতে পারবেন কিনা; না পারলে দুর্বিনীত ডাক্তারের বিরুদ্ধে মানুষ কাকে অভিযোগ জানাবে, যে সব ডাক্তার নন-প্র্যাকটিসিং এ্যালাউন্স নিয়েও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন আবার কেউ কেউ কোয়ার্টারে বেআইনী প্র্যাকটিস ছাড়াও প্যাথলজি-ক্যাল ল্যাবরেটরি খুলে বসেছেন সে সব ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ডক্টরস্ এ্যাসোসিয়েশন কতদূর জেহাদ ঘোষণা করবেন—সে ব্যাপারে জানতে চাইলে ডাক্তাররা শুধু মুখ চাওয়া চাওয়ি করেছেন। ভাবটা 'বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে' গোছের। জানা যায় হাসপাতালে বর্তমানে ২৫ জন ডাক্তারের মধ্যে ২ জন—ডাঃ তাপস ঘোষ ও ডাঃ প্রদীপ দাস ডেপুটেশনে কাজ করছেন। বাকী ২৩ জন ডাক্তারের মধ্যে অবশ্য ২ জন ডাঃ এ মণ্ডল ও ডাঃ পি ঘোষ যথাক্রমে বহরমপুর ও বেলডাঙ্গা হাসপাতালে ডেপুটেশনে আছেন। ডাঃ তাপস ঘোষ রাজানগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার। কয়েক মাস আগেই তাঁকে ইসলামপুর হাস-পাতালে বদলি করা হয়েছে। কিন্তু একজন সার্জেন (এম এস) না পাঠিয়ে ডাঃ ঘোষকে বদলি করা যাবে না বলে কোন কোন ডাক্তার দাবী তুলেছেন।

(চলবে)

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিংচার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিরা ম্যানেজার | অচিন্ত্য মন্ডিয়া সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।